আকাশবাণী শিলচর

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

EVENING NEWS BULLETIN

BENGALI

07 DECEMBER 2024 **7:45—7:55 PM IST**

==

১) বরাক উপত্যকা থেকে ২ জন সহ মোট চারজন নতুন মন্ত্রীর অর্ন্তভূক্তির মাধ্যমে আজ আসাম মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ ।

২) ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতবর্ষকে যক্ষা মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের দেশব্যাপী যক্ষা রোগ নির্মূল করার জন্য ১শো দিনের কার্যসূচি গ্রহণ । সহমর্মিতা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে দেশবাসীকে এই কার্যসূচিতে অংশ গ্রহণ করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বান ।

৩) কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য সব ধরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে বলে উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার অষ্টলক্ষী মহোৎসবে প্রকাশ ।

এবং

৪) বিধায়ক চক্রধর গগৈর নেতৃত্বে আসাম বিধানসভার ৬ সদস্যের স্থানীয় তহবিল কমিটির হাইলাকান্দি জেলার সরকারী প্রকল্পগুলির রূপায়নের হিসেব খতিয়ে দেখতে আগামী সোমবার হাইলাকান্দি জেলা সফর ।

বরাক উপত্যকা থেকে ২ জন সহ মোট চারজন নতুন মন্ত্রীর অর্ন্তভূক্তির মাধ্যমে আজ আসাম মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণ করা হয়েছে । শ্রীমন্ত শংকর দেব কলাক্ষেত্রে আয়োজিত

এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল লক্ষণ প্রসাদ আচার্য নতুন মন্ত্রীদের পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করান । এই সম্প্রসারণের মাধ্যমে লক্ষীপুরের বিধায়ক কৌশিক রাই , পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল ডিব্রুগড়ের বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন এবং ডুমডুমার বিধায়ক রূপেশ গোয়ালাকে নতুন করে মন্ত্রীসভায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে । বি জে পির প্রবীন নেতা প্রশান্ত ফুকন ডিব্রুগড় বিধানসভা আসন থেকে ৪ বার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন । তিনি আসাম শিল্প নিগমের অধ্যক্ষ হিসেবে এবং আসাম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের পরিচালন সমিতির অধ্যক্ষ পদেও নিয়োজিত ছিলেন । একই ভাবে পাথারকান্দি বিধানসভার প্রতিনিধিত্ব করা নবনিযুক্ত মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল পাথারকান্দি বিধানসভা আসন থেকে ২০১৬ এবং ২০২১ সালে ২ বার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন । অন্যদিকে কৌশিক রাই লক্ষিপুর বিধানসভা আসন থেকে এবং রূপেশ গোয়ালা ডুমডুমা বিধানসভা আসন থেকে প্রথমবারের মত বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ।

সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সেনাবাহিনীর জওয়ানদের ত্যাগ , সাহস ও দৃঢ়তাকে অভিবাদন জানান ।এক বার্তায় তিনি বলেন যে সেনা জওয়ানদের সাহস ও ত্যাগ দেশের প্রত্যেক নাগরিককে স্বদেশের প্রতি দায়িত্বশীল হতে শিক্ষা দেয় ।এই দিবস উপলক্ষে তিনি সেনাবাহিনীর পতাকা তহবিলে আর্থিক অনুদান প্রদান করতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান ।
গুয়াহাটীর রাজভবনেও আজ এই দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ।রাজ্যপাল লক্ষ্মন প্রসাদ আচার্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ান , প্রাক্তন সেনা আধিকারীক তথা জওয়ান এবং দেশের জন্য আত্মবলিদান দেওয়া জওয়ানদের পরিবারের সদস্যদেরকে সম্মানিত করা হয় ।অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়ে রাজ্যপাল শ্রী আচার্য শহিদদের পরিবারবর্গ তথা প্রাক্তন সেনা আধিকারীকদের ভূয়সী প্রশংশা করেন ।অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল রাজ্যের প্রাক্তন সৈনিকদের কল্যাণ ও পুর্ণবাসনের ক্ষেত্রে সৈনিক কল্যাণ সঞ্চালকালয়ের কার্যকলাপ সম্পর্কীত বিষয়ে আলোকপাত করা একটি দেওয়াল ও টেবল ক্যালেন্ডার উদ্বোধন করেন ।অনুষ্ঠানে মন্ত্রী রণজিৎ কুমার দাসও উপস্থিত ছিলেন ।

২০২৫ সালের মধ্যে ভারতবর্ষকে যক্ষা মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেশব্যাপী যক্ষা রোগ নির্মূল করার জন্য ১শো দিনের কার্যসূচি গ্রহণ করেছে । এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমগ্র আসামে যক্ষা রোগ নির্মূল অভিযানের আজ শুভারম্ভ করা হয় । গৌহাটি

চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল প্রেক্ষাগৃহে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে রাজ্যপাল লক্ষণ প্রসাদ আচার্য সহ বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, রামেন্দ্র নারায়ন কলিতা , বিধায়ক অতুল বরা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন । এই অভিযানের অধীনে রাজ্যের ১৭টি জেলাকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় যক্ষ্মা রোগীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করা সহ এই রোগ নির্মূল করার ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান ।অধিক যক্ষ্মারোগী থাকা জেলাগুলোকে শনাক্ত করে রোগ নির্মূল করার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা কার্যসূচীতে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন তিনি । নতূন ওষুধ , প্রযুক্তির ব্যবহার , এবং উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্যে দেশবাসী যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন ।

শ্রীভূমি জেলাকে যক্ষ্মামুক্ত করতে আজ করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে ১০০ দিনের যক্ষ্মা রোগ সচেতনতা অভিযানের সূচনা করা হয়েছে । শ্রীভূমীর যুগ্ম স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঁ সুমনা নাইডিং এই অভিযানের সূচনা করে বলেন যে এই অভিযান যক্ষ্মা রোগীদের শনাক্ত করা ও তাদেরকে দ্রুত চিকিৎসার আওতায় আনতে সহায়তা করবে ।১০০ দিন ব্যাপী চলা এই অভিযানের অধীনে স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরা যক্ষ্মারোগীদের শনাক্ত করে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা সহ এই রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলবে ।অনুষ্ঠানে সহকারী কমিশনার রংবামন টেরন , অতিরিক্ত মুখ্য চিকিৎসা আধিকারীক ডাঃ মতিন্দ্র সূত্রধর , যক্ষ্মা রোগ আধিকারীক ডাঃ বিমল সরকার প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন ।

কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি আরো উন্নত করে গড়ে তোলে এই আঞ্চলের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে বলে আজ উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মন্তব্য করেছেন । নতুন দিল্লীর ভারত মন্ডপমে অনুষ্ঠিত অষ্টলক্ষী মহোৎসবের আজকের কার্যসূচিতে অংশ গ্রহণ করে তিনি এই মন্তব্য করেন । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গতকাল উদ্বোধন করা ৩ দিন ব্যাপী এই মহোৎসবে ২শো ৫০ জনের অধিক শিল্পী, হস্ততাঁত , হস্তশিল্প , বস্ত্র , উদ্যানশষ্য ছাড়াও ৩৪টি ভৌগলিক সুচাঙ্ক অর্থাৎ জি আই ট্যাগ থাকা সামগ্রী প্রদর্শন করেছে । এই মহোৎসবের কার্যসূচির অংশ হিসেবে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মিলন , ফ্যাশন শো ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হচ্ছে

। আজকের অনুষ্ঠানে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা অংশ গ্রহণ করে এই মহোৎসব বিভিন্ন ক্ষেত্রের লোকেদের একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন । উল্লেখ্য যে প্রধানমন্ত্রী গতকাল নতুন দিল্লীর ভারত মন্ডপমে অষ্টলক্ষী মহোৎসবের উদ্বোধন করে দেশের উন্ননকে তরান্বিত করার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশেষ অবদান যোগানোর ক্ষমতা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন । গৌহাটি , আগরতলা, গ্যাংটক , আইজল , শিলং , ইটানগর এবং কোহিমার মত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শহরগুলির দেশের মহানগরের মত বৃহৎ সম্ভাবনা রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন ।

রাজ্যে আগামী ছয় জানুয়ারি থেকে তিনটি পর্যায়ে গুণোৎসব-২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে । এবারের গুণোৎসবে রাজ্যের ৩৫টি জেলার ৪৪ হাজার ৯৪টি বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে নবম শ্রেণীর মোট ৩৯ লক্ষ ৬৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে অর্ন্তভুক্ত করা হবে । প্রথম পর্যায়ে শ্রীভূমি সহ রাজ্যের ১১টি জেলায় গুণোৎব অনুষ্ঠিত হবে । এই পর্যায়ে আগামী ছয়ই জানুয়ারি স্বমূল্যায়ন এবং আগামী সাত থেকে নয় জানুয়ারি বর্হিমূল্যায়নের দিন ধার্য করা হয়েছে । এরপর আগামী ১৭ই জানুয়ারি দ্বিতীয় পর্যায়ে হাইলাকান্দি সহ রাজ্যের ১৪টি জেলায় এই গুণোৎসব অনুষ্ঠিত হবে । এই পর্যায়ে আগামী ১৭ই জানুয়ারি স্বমূল্যায়ন এবং ২০ থেকে ২২ জানুয়ারি বর্হিমূল্যায়ন করা হবে । এরপর আগামী পাঁচই ফেব্রুয়ারি তৃতীয় পর্যায়ে কাছাড় সহ রাজ্যের দশটি জেলায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে । এই পর্যায়েও পাঁচই ফেব্রুয়ারি স্বমূল্যায়ন এবং আগামী ৬ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি বর্হিমূল্যায়নের দিন ধার্য করা হয়েছে ।

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ রণোজ পেগু গতকাল গুয়াহাটির আসাম প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ে গুণোৎব মোবাইল অ্যাপ এবং পোর্টাল চালু করে একথা জানান । তিনি বলেন যে- গুগল প্লেস্টোর থেকে এই অ্যাপ ডাউনলোড করা যাবে । এতে ইউনিফর্মের মূল্যায়ন সহ বর্হিমূল্যায়নকারীদের সবধরণের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনের রূপে অর্ন্তভুক্ত হবে । পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ বর্হিমূল্যায়নকারী এবং প্রধান শিক্ষকদের নিজেদের হাতে করা কাজকর্মের অনেকটাই লাঘব করবে বলে ডাঃ পেগু মত প্রকাশ করেন । এই গুণোৎসব সুষ্ঠু স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে ডাঃ পেগু বলেন যে- মূল্যায়নকারীদের কাছ থেকে এইক্ষেত্রে একটাই মূল্যায়ন চাওয়া হয়েছে । তিনি এই মূল্যায়ন পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিক স্বচ্ছতা প্রদর্শন করা জেলাসমূহকে পুরস্কার প্রদান করা হবে বলেও ঘোষণা করেছেন ।

বিধায়ক চক্রধর গগৈর নেতৃত্বে আসাম বিধানসভার ৬ সদস্যের স্থানীয় তহবিল কমিটি হাইলাকান্দি জেলার সরকারী প্রকল্পগুলির রূপায়নের হিসেব খতিয়ে দেখতে আগামী সোমবার হাইলাকান্দি জেলা সফর করবে । কমিটির সদস্যরা আগামী সোমবার বিকেল সাড়ে ৩ টায় হাইলাকান্দি পৌছে সরকারী প্রকল্পগুলি পরিদর্শন করবেন । এর পর তারা হাইলাকান্দিতে কয়েকটি বিভাগের রূপায়ণ করা প্রকল্পগুলির হিসেব খতিয়ে দেখবেন । কমিটির সদস্যরা সোমবার রাতেই শ্রীভূমি জেলায় চলে যাবেন । এই কমিটির চ্যায়ারম্যান বিধায়ক চক্রধার গগৈ ছাড়াও অন্যান্য সদস্যরা হলেন বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডল, বিধায়ক শিবামণি বরা , বিধায়ক আফতাব উদ্দিন মোল্লা , বিধায়ক জাকির হুসেইন লস্কর এবং বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার ।

হাইলাকান্দি জেলায় আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে পুনরায় খাজনা আদায় শিবির অনুষ্ঠিত হবে । জেলার তহশীলদার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে ১০ এবং ১১ ডিসেম্বর লালা উন্নয়ন খন্ড কার্যালয়, দাড়িয়াঘাট - কাটলিছড়া জি পি কার্যালয়ে এবং আলগাপুর জি পি কার্যালয়ে এই শিবির অনুষ্ঠিত হবে । এর পর ১১ এবং ১২ ডিসেম্বর বোয়ালিপার জি পি কার্যালয় , দক্ষিণ হাইলাকান্দি উন্নয়ন খন্ড কার্যালয় এবং কালিনগর জি পি কার্যালয়ে খাজনা আদায় শিবেরের আয়োজন করা হবে । ১৬ এবং ১৭ ডিসেম্বর মাটিজুরি-পাইকান কার্যালয়ে এবং শেষ পর্যায়ে ১৮ এবং ১৯ ডিসেম্বর শিরিষপুর জি পি কার্যালয়ে এই খাজনা আদায় শিবির অনুষ্ঠিত হবে । পাট্টাদারদের তাদের জমির খাজনা জমা দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে । খাজনা জমা দিতে আসার সময় পূর্ববর্তী খাজনা জমা দেবার রিসিপ্ট সঙ্গে নিয়ে আসাতে বলা হয়েছে ।

শ্রীভূমি জেলায় খেল মহারণের দ্বিতীয় পর্বে বিধানসভা পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আগামী সোমবার অর্থাৎ নয়ই ডিসেম্বর থেকে ১৬ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলার প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় অনুষ্ঠিত হবে । এই প্রতিযোগিতায় পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চান্দখিরা খেলার মাঠে আগামী দশ ডিসেম্বর সকাল আটটা থেকে অ্যাথলেটিক্স, ভলিবল ও কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । এছাড়া আগামী ১১, ১২ ও ১৩ই ডিসেম্বর মুন্ডমালা খেলার মাঠে প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। একইসঙ্গে আগামী ১১ই ডিসেম্বর সকাল দশটা থেকে স্বামী বিবেকানন্দ কনফারেন্স হলে দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । পাশাপাশি আগামী ১৩ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে সাতটায় সাইক্লিং প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে। প্রতিযোগিতাটি পাথারকান্দির

আসাম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির গেটের সামনে থেকে শুরু হয়ে মুণ্ডমালা খেলার মাঠে গিয়ে শেষ হবে ।

দক্ষিণ শ্রীভূমি বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী নয়ই ডিসেম্বর নিলামবাজার এস ভি ভি খেলার মাঠে সকাল আটটা থেকে অ্যাথলেটিক্স খেলা- যেমন- দৌড় এবং লংজাম্প অনুষ্ঠিত হবে । এদিকে আগামী ১০ ডিসেম্বর সকাল আটটায় নিলামবাজার থেকে গান্ধাই পর্যন্ত সাইক্লিং অনুষ্ঠিত হবে । অন্যদিকে আগামী ৯ এবং ১০ ডিসেম্বর ব্রজেন্দ্রনগর খেলার মাঠে সকাল আটটা থেকে ভলিবল ও কাবাডি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । পাশাপাশি নিলামবাজারের এস ভি ভি খেলার মাঠে আগামী ১১, ১২ এবং ১৩ই ডিসেম্বর সকাল আটটা থেকে ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । এছাড়া এস ভি ভি হাইস্কুলে আগামী ৯ ডিসেম্বর সকাল আটটা থেকে দাবা খেলা আরম্ভ হবে ।

অনুরূপভাবে রামকৃষ্ণনগর বিধানসভা কেন্দ্রে আগামী ১২ই ডিসেম্বর আর কে নগর বিদ্যাপীঠ খেলার মাঠে সকাল আটটা থেকে অ্যাথলেটিক্স ও লংজাম্প অনুষ্ঠিত হবে । এছাড়া ঐদিন সকাল আটটায় রামকৃষ্ণনগর কলেজ রোড পয়েন্ট থেকে লক্ষ্মীনগর পয়েন্ট পর্যন্ত সাইক্লিং অনষ্ঠিত হবে । একইসঙ্গে রামকৃষ্ণ নগর খেলার মাঠে আগামী ১৩, ১৪ এবং ১৫ ডিসেম্বর সকাল আটটা থেকে কাবাডি ও ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । এদিকে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ নগর বিদ্যাপীঠে সকাল আটটা থেকে দাবা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবে । এই প্রতিযোগিতা ও খেলাধূলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য শ্রীভূমির জেলা ক্রীড়া আধিকারিক জেলার ট্রাফিক প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ।